ব্রহ্ম সম্পর্কে রামানুজের অভিমত কি? (৪)

বাদরায়ণের ব্রহ্ম সূত্র অবলম্বন করে শঙ্কর ও রামানুজ দুটি ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করের ভাষ্যের নাম 'শারীরিক ভাষ্য' এবং রামানুজের ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী ও রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে নির্গুন ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, ব্রহ্মভিন্ন সব কিছুই মিথ্যা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ শ্রীভাষ্যে শঙ্করের অভিমতের সমালোচনা করে বলেন সগুন ব্রহ্মই উপানিষদ সমূহের যথার্থ প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে, ব্রহ্ম হলেন চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট পরমতত্ত্ব। এই দুটি উপাদান হলো ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থান করে। তার মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন। এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান ও সচেতন পুরুষ। তিনি করুনাময় ও ভক্তবৎসল। ঈশ্বর হলেন জীবের উপাস্য দেবতা, তিনি জীবের কর্মফল দান করেন। ঈশ্বরের কৃপালাভই জীবের মুক্তি লাভের উপায়। রামানুজের মতে গুনহীন কোনো পদার্থের কথা ভাবাই যায়না। কাজেই ব্রহ্ম নির্গুন হতে পারেনা। তার মতে সগুন ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মকে নির্গুন বলার অর্থ ব্রহ্মের মধ্যে অসৎ কোনো গুন নেই তার মতে ব্রহ্ম হলেন সগুন, সবিশেষ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সচেতন পুরুষ।

ব্রহ্ম সূত্র গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্র 'জন্মাদস্য যতঃ' — ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামানুজ ব্রহ্মের লক্ষনে বলেছেন — " যা থেকে জগতের উৎপত্তি, যাতে জগতের স্থিতি ও প্রলয় কালে জগৎ যাতে লয় প্রাপ্ত হয় তাই ব্রহ্ম। রামানুজের মতে অসংখ্য সৎ গুনের আধার হলেন ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম হলেন জগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহার কর্তা। ব্রহ্মের চিৎ অংশ থেকে জীব আর অচিৎ অংশ থেকে জড়ের উৎপত্তি হয়েছে। রামানুজ বলেন দেহে- -চিত আত্মা যেমন সমগ্র শরীরকে নিয়ন্ত্রন করে, ব্রহ্মও ঠিক তেমনি জীব ও জড় জগৎকে নিয়ন্ত্রন করে থাকেন। শরীরের পরিবর্তন ঘটলেও যেমন আত্মার কোনো পরিবর্তন ঘটেনা, তেমনি জীব ও জড় জগতের পরিবর্তন ঘটলেও ব্রহ্ম অপরিবর্তিত থাকেন। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের স্বজাতীয় ও বিজাতীয় কোনো ভেদ না থাকলেও স্বগত ভেদ আছে, কেননা ব্রহ্মের মধ্যে চিৎ ও অচিৎ এই দুটি অংশ আছে।

Scanned by TapScanner

রামানুজের মতে ব্রহ্ম জগতের অতিবর্তীও, কেননা এই ক্ষুদ্র জগতে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়। ব্রহ্ম পুরুষোত্তম।

শূন্যগর্ভ মানসিক ধারনা মাত্র। যুক্তি তর্ক দিয়ে এরকম নির্গুন, নির্বিকার, নির্বিশেষ, ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমান করা গেলেও [illegible] এ বস্তুত্ব বিহীন ফাঁকা ধারনা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম সকল গুন মন্ডিত পরিপূর্ণ স্বত্ত্বা। কাজেই ব্রহ্ম পুরুষোত্তম।

রামানুজের মতে জীবের স্বরূপ কি? জীবের বন্ধন ও মুক্তির বিষয়ে রামানুজের অভিমত ব্যাক্ত কর। ④

বিশিষ্টাদ্বৈত্যবাদী রামানুজ মনে করেন ব্রহ্ম অদ্বিতীয় কিন্তু স্বগত ভেদ বিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের স্বগত ভেদ। তিনি তাঁর মায়া শক্তির দ্বারা চিৎ অংশ থেকে জীব এবং অচিৎ অংশ থেকে জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মের চিৎ অংশ অংশ হলো আত্মা। আত্মা অনু পরিমান, চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ও নিত্য গুন। ব্রহ্মের চিৎ অংশ হলো দেহ। দেহযুক্ত আত্মাই হলো জীব।

রামানুজের মতে জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম হতে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন নয়। জীব আত্মা অংশ, ব্রহ্ম অংশি। জীব ক্ষুদ্র ও সসীম, ব্রহ্ম অনন্ত ও অসীম। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ এক হলেও কার্যত এরা এক নয়। ঈশ্বরের অচিৎ অংশ থেকে জীব দেহের সৃষ্টি। জীব স্বত্ত্বাবান দেহ বিশিষ্ট আত্মা। জীব আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী নয়, আত্মা সুক্ষ্ম অনু পরিমান হওয়ায় জড় দেহে প্রবেশ করে সমগ্র দেহকে সচেতন করতে সমর্থ হয়। আত্মা স্বক্রিয়, জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়।

জীব তিন প্রকার :- নিত্যমুক্ত, সাধন দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত এবং বদ্ধ সংসারী জীব। জীব হলো জ্ঞাতা, নিছক জ্ঞান মাত্র নয়। জীব ঈশ্বরের ন্যায় চৈতন্য স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। সংসারী দশায় জীবের দুটি লক্ষ্য — পূর্ব কর্মের ফল ভোগ ও মোক্ষ লাভ। সংসারী দশায় জীব নিজ কর্ম অনুসারে ফল দান করে। বদ্ধ জীবই অবিদ্যা ও কর্মের প্রভাবে সংসার চক্রে আবর্তিত হয়। মুক্ত জীব অতীতে বদ্ধ থাকলেও জ্ঞান - কর্ম - ভক্তির সাহায্যে মুক্ত হয়। জীব হলো ব্রহ্মের মায়া। জীবের ব্রহ্ম নিরপেক্ষ আত্মা অসম্ভব।

১. **জীবের বন্ধন:**

রামানুজের মতে কর্মফল ভোগ হেতু জীবের বদ্ধদশা। নিজ নিজ কর্ম অনুসারী প্রতিটি আত্মা একটা জড় দেহ ধারন করে। অজ্ঞান বা অবিদ্যা বশতঃ ও অবিদ্যা দেহের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তার চৈতন্য দেহের দ্বারা সীমিত হয়ে পড়ে। পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগের জন্য দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে জীববদ্ধ অবস্থায় সংসারে জন্মায়। কর্ম ও জন্ম-জন্মান্তরের অশেষ প্রবাহের অনাদি সংসার চক্র। যে জীব জাগতিক বিষয় ভোগের জন্য সকাম কর্ম করে সে দেহ বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ হয়।

Scanned by TapScanner

নিষ্কাম কর্মের ফলে জ্ঞানের অন্তরায় পূর্ব সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় এবং তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়। আত্মা তার নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতার জন্যই দেহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, অহংকার বশতঃ এই আত্মা জাগতিক সুখের জন্য লালায়িত হয় এবং জাগতিক সুখ ভোগে নিমগ্ন হয়।

জীবের মুক্তি ঃ জীবের জীবত্বের পূর্ণ বিকাশই মোক্ষ বা মুক্তি। জীবের স্বরূপ ও গুণের পূর্ণ বিকাশই জীবত্বের বিকাশ। জীব তার স্বরূপ ও গুণের পূর্ণ বিকাশের ফলে সচ্চিদানন্দ হয়। রামানুজ ভক্তি যোগ প্রচার করেন। নিবিষ্ট চিত্তে ঈশ্বর চিন্তাকে রামানুজ ভক্তি আখ্যা দিয়েছেন। ভগবৎ কৃপাব্যতীত মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। রামানুজ জীবন মুক্তি স্বীকার করেন না, শুধু বিদেহ মুক্তি স্বীকার করেন। ঈশ্বর প্রাপ্তি জীবের লক্ষ্য। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া জীবের মোক্ষ লাভ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে তুষ্ট করে তাঁর কৃপা লাভ করতে পারলেই জীব মোক্ষ লাভ করে। মুক্ত জীব আত্মা ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ রূপে অভিন্ন ও এক না হলেও ব্রহ্ম প্রকারতা লাভ করে। মোক্ষের সাধন মার্গ হলো:- নিষ্কাম কর্ম থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে ধ্যান বা ভক্তি, ভক্তি থেকে ভগবৎ প্রসাদ এবং ভগবৎ প্রসাদ থেকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, আর ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই মুক্তি।

5) শঙ্করের মায়াবাদের ব্যাখ্যা করো। রামানুজ কীভাবে এই মতবাদ খণ্ডন করেন।

শঙ্করের 'মায়াবাদ' ব্যাখ্যা কর। রামানুজ তার বিরুদ্ধে কী কী আপত্তি তুলেছেন বলো।

⇒ শঙ্করাচার্যের 'মায়াবাদ' তাঁর অদ্বৈতবাদেরই নামান্তর। মায়াবাদ অতি প্রাচীন, উপনিষদের মধ্যেই মায়াবাদের প্রচার দেখতে পাওয়া যায়, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য শঙ্কর ব্রহ্মের এক শক্তি স্বীকার করেছেন। অঘটন-ঘটনপটীয়সী যে শক্তি ব্রহ্মতে আশ্রিত হয়ে তাঁর উপর জগৎ প্রপঞ্চকে আরোপ করে, অদ্বৈত বেদান্তে তাকে মায়া, অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলা হয়েছে। মায়া হল এক অনির্বচনীয় শক্তি এবং অচেতন জড় সত্তা, প্রকৃতি বা ত্রিগুণ স্বরূপ, সমস্ত জগতের মূলে মায়ার বিদ্যমান হয়, মায়ার আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই ব্রহ্ম। যদিও ব্রহ্ম সর্বদাই তার দ্বারা অপ্রভাবিত থাকেন, সংক্ষেপে বলতে ব্রহ্ম মায়া শক্তির দ্বারা এ জগৎরূপে প্রতিভাত হন, সৎও নয়, অসৎও নয়।

এখন প্রশ্ন হল মায়ার স্বরূপ কী? সদানন্দ তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে অজ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন — অজ্ঞান সৎও নয়, অসৎও নয়, অনির্বচনীয়, অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক, অজ্ঞান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ স্বভাব, অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী, অজ্ঞান ভাবরূপ কিছু একটা।

রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদ স্বীকার করেন নি, তিনি কখনই শঙ্করের মত মায়াকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলেননি, রামানুজ মায়া হল ঈশ্বরের বিচিত্র বস্তু সৃষ্টি করার শক্তি, রামানুজ বলেন ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি যেমন সত্য, সৃষ্টিশক্তি ও মায়াশক্তিও তেমন সত্য, রামানুজ যে কেবল মায়াকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলেন না তা নয়, তিনি শঙ্করাচার্যের অবিদ্যা সমর্থিত মায়াবাদের বিরুদ্ধে সাতটি অনুপপত্তি বা দোষ উত্থাপন করেছেন, এই সাতটি অনুপপত্তি হল—

(১) আশ্রয়ানুপপত্তি (২) স্বরূপানুপপত্তি, (৩) তিরোধানানুপপত্তি, (৪) অনির্বচনীয়ানুপপত্তি (৫) প্রমাণানুপপত্তি, (৬) নিবর্তকানুপপত্তি (৭) নিবৃত্ত্যনুপপত্তি।

(১) আশ্রয়ানুপপত্তিঃ— রামানুজ মনে করেন ব্রহ্ম বা জীব কেউই মায়া বা অবিদ্যার আশ্রয় হতে পারে না। ব্রহ্ম শুদ্ধ-চৈতন্য ও জ্ঞান স্বরূপ হওয়ায় অবিদ্যার আশ্রয় হতে পারে না, জীবও অবিদ্যার আশ্রয় হতে পারে না, কারণ জীবই অবিদ্যার সৃষ্টি, সুতরাং মায়া বা অবিদ্যার কোনো আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যায় না বলে অবিদ্যা সিদ্ধ নয়।

এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয়েছে মায়াশক্তি ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, ব্রহ্ম তার দ্বারা প্রভাবিত হন না, ব্রহ্ম স্বরূপ হলেও অবিদ্যার আশ্রয় হতে পারে, জীবকেও অবিদ্যার আশ্রয় বলা যেতে পারে।

Scanned by TapScanner

জীব ও অবিদ্যা প্রসঙ্গে অন্যোন্য দুটি দিক - জীব অবিদ্যার উপর নির্ভর করে, জীবত্বের জন্য হয় অবিদ্যাও জীবের উপর নির্ভর করে - অন্যোন্যাশ্রয় দোষ।

(২) স্বরূপানুপপত্তি:- রামানুজ বলেন যে অবিদ্যার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, অবিদ্যা যদি সত্য হয়, তাহলে অবিদ্যা ও ব্রহ্ম এই দুটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। অপরদিকে অদ্বৈততত্ত্ব থাকে না। আবার যদি স্বরূপতঃ অবিদ্যাকে ~~স্বরূপ~~ মিথ্যা বা অসত্য বলা হয় তাহলে মিথ্যা হতে পারে না, রামানুজের মতে মায়া স্বরূপতঃ অনুপপন্ন। মায়াকে সৎ কিংবা অসৎ বলা যায় না বলেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেই অদ্বৈত বেদান্তবাদের হানি হয়। সুতরাং অবিদ্যার স্বরূপ প্রমাণ করা যায় না।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদীগণ বলেন আপেক্ষিক ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ঈশ্বরের সত্তা। অবিদ্যা পরম ব্রহ্মের শক্তি, জগৎ প্রপঞ্চ এই শক্তিরই পরিণাম।

(৩) তিরোধানানুপপত্তি:- অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপ ও আবৃত করে, রামানুজের মতে যেমন সূর্য মেঘ দ্বারা আবৃত হয় তেমন ব্রহ্মও যদি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হন তবে তাঁর স্বপ্রকাশত্ব ও স্বরূপ লোপ পায় এবং তিনি তিরোহিত হয়ে যাবেন।

অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেন মেঘ যেমন সূর্যকে মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে, সূর্যের আসলে তিরোধান ঘটে না, আমাদের দৃষ্টিতে আবৃত হয় মাত্র, সূর্যের তিরোধান ঘটে না। তেমনি অবিদ্যার আবরণে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ তিরোধান ঘটে না।

(৪) অনির্বচনীয়ানুপপত্তি:- শঙ্কর অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বলেছেন, কারণ অবিদ্যা সৎ ও নয় আবার অসৎ ও নয়, রামানুজ বলেন কোনো বস্তু হয় সৎ কিংবা অসৎ হবে, মধ্যবর্তী অনির্বচনীয় মায়া অসম্ভব। এজন্য যে দোষ তা হল অনির্বচনীয়ানুপপত্তি।

এর উত্তরে অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেন যে, জাগতিক বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষের বিষয় বলে সম্পূর্ণ অসৎ ও নয় আবার ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে সম্পূর্ণ সৎ ও নয়। সুতরাং মায়াকে সৎ ও বলা যায় না আবার অসৎ ও বলা যায় না। সুতরাং মায়াকে অনির্বচনীয় বলাই সমীচিন।

(৫) প্রমাণানুপপত্তি:- শঙ্করের মতে মায়া অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান পদার্থ। কিন্তু রামানুজের মতে কোনো প্রমাণেই ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণ করা যায় না, অজ্ঞানের অর্থ জ্ঞানের অভাব। ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হয় না, জ্ঞানের অভাব প্রতীত হয়।

এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন প্রত্যক্ষ, শ্রুতি ও অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়, বিষয়ের আবরণই অবিদ্যার কাজ, আবার অবিদ্যার কারণে আবৃত ব্রহ্মে জগৎ প্রতীত হয়। মিথ্যা বস্তুর প্রতীতির কারণ অবিদ্যা, ধ্বংসের বিষয় যদি হয় সুতরাং অবিদ্যা ভাব পদার্থ, কারণ ভাব পদার্থই কোনো কিছুর

[illegible]।

(৬) নির্বর্তকানুপপত্তি:- শঙ্করের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞান থেকেই অবিদ্যার নিবৃত্তি সম্ভব হয়, কিন্তু রামানুজ মতে কেবল নির্গুণ, নির্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্ম জ্ঞান মায়ার নিবর্তক হতে পারে না, জীবের ব্যবহারিক জ্ঞান মায়া দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় তা মায়ার নিবর্তক হতে পারে না, এক্ষেত্রে যে দোষ ঘটে তাকে রামানুজ 'নিবর্তকানুপপত্তি' বলেছেন।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেছেন জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের জ্ঞান অবিদ্যা নাশ করতে পারে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে সগুণ ও নির্গুণ উভয় প্রকার ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, সগুণ ব্রহ্ম অবিদ্যা কল্পিত হলেও উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানের উপায় স্বরূপ। রামানুজের অভিমত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের জ্ঞানই জীবের বন্ধন মুক্তির উপায়। এ কথা অদ্বৈত বেদান্তীরা স্বীকার করেন না।

(৭) নিবৃত্ত্যনুপপত্তি:- শঙ্করের মতে মায়া অনাদি অনির্বচনীয়। রামানুজ মনে করেন মায়া নিত্য বা সৎ হওয়ায় তা সনাতন ও অবিনাশী। সুতরাং মায়ার নিবৃত্তি সম্ভব নয়, আর মায়ার নিবৃত্তি না হলে ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না, ব্রহ্ম উপলব্ধি অপ্রমাণিত হয়।

সুতরাং ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ বা ঐক্য জ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি, শঙ্করের এরূপ অভিমত সমর্থন করা যায় না, এরূপ ক্ষেত্রে যে দোষ হয় তাকে রামানুজ নিবৃত্ত্যনুপপত্তি বলেছেন।

এর উত্তরে অদ্বৈত বেদান্তীরা মনে করেন, আত্মা ও অনাত্মার অন্যোন্যাধ্যাস দ্বারা সৃষ্ট অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার ফলেই জীবের বিমুক্তি ঘটে। এই নিবৃত্তি আত্ম জ্ঞানের ফলেই সম্ভব, কেননা জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের মুক্তি সম্ভব, আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি হল জীবের বন্ধন থেকে মুক্তি।

(বেদান্ত দর্শন)

ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে শংকরের সাথে রামানুজের মতবিরোধ কোথায়?

=> শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মবাদের সাথে রামানুজের ব্রহ্মবাদের পার্থক্য উপলব্ধি করতে হলে উভয় মত ভেদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

• রামানুজের ব্রহ্মবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হলো :-

(১) রামানুজের মতে ব্রহ্ম হন বিশুদ্ধ চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট :-

রামানুজের মতে ব্রহ্ম হলেন চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট পরম সত্তা। ব্রহ্ম হন এক ও অদ্বিতীয় সত্তা, কেননা ব্রহ্মের বাইরে দ্বিতীয় কোন নিরপেক্ষ সত্তা নেই। ব্রহ্ম হন অর্থাৎ অবিভক্ত হলেও ব্রহ্মের মধ্যে চিৎ ও অচিৎ অংশ হিসাবে বিরাজ করে। এজন্য রামানুজের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত। বেদান্তিকগণ তিন প্রকার ভেদের কথা বলেন - সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ ও স্বগত ভেদ। রামানুজের মতে ব্রহ্মে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নেই, কেননা ব্রহ্মের বাইরে ব্রহ্ম সদৃশ অথবা বিসদৃশ কোন কিছুই নেই, কিন্তু ব্রহ্মে স্বগত ভেদ আছে। যেহেতু ব্রহ্মের মধ্যে আছে চিৎ ও অচিৎ।

(২) সগুণ ব্রহ্ম ও জীব ব্রহ্ম :-

রামানুজের ব্রহ্ম নির্গুণ নয়, সগুণ, অসীম সংখ্যক সদ্গুণ ব্রহ্মে আছে। উপনিষদে যেখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়েছে, সেখানে বুঝতে হবে তার অর্থ হল যে ব্রহ্মে কোন হেয় গুণ নেই। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও লয় কর্তা, পূর্ণ ব্রহ্মকে বলা হয় কারণ ব্রহ্ম, আবার যখন ব্রহ্ম জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশিত হন তখন তাঁকে সংক্ষেপে বলা হয় কার্য ব্রহ্ম। উপনিষদে যেখানে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে সেখানে প্রকৃত অর্থে তাকে বলা হয়েছে মিথ্যা, ব্রহ্ম থেকে আলাদা স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে, রামানুজের মতে প্রধান কারণ ব্রহ্ম।

(৩) রামানুজের ব্রহ্মবাদ ঈশ্বরবাদের অনুরূপ :-

রামানুজের মতে, যেহেতু ঈশ্বরই পরমার্থ সৎ ব্রহ্ম, তাই রামানুজের ব্রহ্মবাদ মূলতঃ ঈশ্বরবাদ, ঈশ্বরবাদের মধ্যে ঈশ্বর হন সর্বজ্ঞ, যিনি জগতের অন্তর্বর্তী ও অতিবর্তী দুই ই হন, যিনি পূজনীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ - রামানুজের ব্রহ্মবাদে এসব বৈশিষ্ট্য আছে।

• শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মবাদের মূল বৈশিষ্ট্য :-

(১) শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্মের দুই প্রকার লক্ষণ আছে - স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ :-

শঙ্করের মতে ব্রহ্মকে দুটি দিক থেকে দেখা যায় - ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, ব্যবহারিক দিক থেকে ~~[illegible]~~ যখন আমরা

(বেদান্ত)

জগৎকে সত্য বলে মনে হলে ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সংহারকর্তা বলে মনে হয় তখন ব্রহ্মের এরূপ লক্ষণ তটস্থ লক্ষণ, কেননা এরূপ লক্ষণ ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধ প্রকাশক নয়। তাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ হল - সত্য জ্ঞান ও অনন্ত - সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এই হল শংকরাচার্যের দৃষ্টি।

(২) ব্রহ্ম সম্বন্ধে রামানুজের দৃষ্টিভঙ্গি:-

রামানুজ ব্রহ্মের স্বগত ভেদ মানতেন কিন্তু শংকরের মতে শংকরাচার্যের ব্রহ্মতে স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ কোনো ভেদ নেই, স্বগত ভেদও নেই। ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় এবং অজ্ঞানী জাতি মায়া শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মিথ্যা জগৎকে সত্য বলে মনে করে। কিন্তু রামানুজের মতে জগৎ ঈশ্বরের অংশ তাই ব্রহ্ম নির্গুণ নয়, ব্রহ্মের স্বগত ভেদ আছে ও সগুণ।

(৩) ব্রহ্ম জ্ঞেয় নয়:-

ব্রহ্ম অনির্বচনীয়, প্রমাণের অতীত ও নির্গুণ। সেজন্য ব্রহ্ম জ্ঞেয় নয়। ব্রহ্মের অসীমতাকে যাতে সসীম না হয় তার জন্য ব্রহ্মকে নেতি নেতি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই উপনিষদের ঋষিগণ এভাবে ব্রহ্ম আলোচনা করেছেন। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম প্রমাণ সাপেক্ষ নয় - অদ্বিতীয়, যাঁকে সাধারণ ভাবে - অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় আছে বলে মনে করা হয়।

— ০ —